15 JAN 2017

গ্রামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

মোঃ এনামুল হক খান

দেশকে এগিয়ে নিতে হলে গ্রামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। দুটি বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এককালে গ্রামে শিক্ষার হার খুবই কম ছিল। ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, মানুষের সচেতনতার অভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। নারীদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানহীন। পুরুষদের অক্ষর জ্ঞান নারীদের তুলনায় বেশি ছিল। তবে গ্রামে সংস্কৃতি কার্যক্রম ছিল চোখে পড়ার মতো। গ্রামে এলাকা ভিত্তিক নাটক, যাত্রানুষ্ঠান, পালাগান, জারি-সারিগানের আয়োজন হত। কিছু পরিবারের পক্ষ থেকে সঙ্গীত ও সংস্কৃতি শিক্ষায় উৎসাহের ব্যবস্থা ছিল বলেই আব্দুর আলীম, আব্বাস উদ্দিন, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা, অভিনেতা রাজ্জাক, আনোয়ার হোসেন এর মতো উঁচু মানের আরো অনেক শিল্পী আমরা পেয়েছিলাম। আগে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষগুলোও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হতো, বিনোদনে অংশ নিত। আজ গ্রামে শিক্ষার হার বেড়েছে কিন্তু সংস্কৃতি গ্রাম থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে এখন নাটক-যাত্রা, গান-বাজনা, পালাগান, জারিগানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া গ্রামে খেলাধুলার জন্য যে মাঠগুলো ছিল তার অধিকাংশই ইতোমধ্যে বেহাত হয়েছে। সন্তানরা খেলার মাঠ খুঁজে পায় না। আগে গ্রামের মানুষ ফুটবল, গোল্লাছুট, দারিয়াবান্দা, হাডুডু, কানামাছি, লাটিম খেলাসহ আরো অনেক খেলায় অংশ নিত। গ্রামের শিশুরা আজ খেলার জায়গার অভাবে এসব খেলা ভুলতে বসেছে। এটা ভালো লক্ষণ নয়। বাঙালি খেলাধুলা করেছে বলেইতো সুঠামদেহী হয়েছে। তাদের খেলার পাশাপাশি বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি।

আগে গ্রামের মানুষের শিক্ষা কম ছিল বলে মুরুব্বীরা মেয়ে বিয়ে দিতে যেয়ে ছেলের বাবার খড়ের পাড়ার সাইজ দেখত, হালের বলত কয় জোড়া তা দেখত। বর ভালো চাষাবাদ করতে পারে কিনা খোঁজখবর নিত। আজ লেখাপড়ায় এগিয়েছে বলে পাত্র-পাত্রির লেখাপড়া কতটুকু তা খুঁজে। চাকরির অবস্থা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয় ভালোভাবে জেনে বিয়েতে আগায়। ইদানীং প্রায় প্রতিটি গ্রামে কিছু বাড়িতে ইমারত হচ্ছে, গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলো স্বাবলম্বী হচ্ছে। এক সময় গ্রামে অধিকাংশ মানুষের ছিল ছনের ঘর, অল্প সংখ্যকের ছিল টিনের ঘর, আর জমিদার বাড়িতে ছিল ইমারত। লেখাপড়া, চাকরি ও ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে মানুষের আয় বাড়ছে। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে। লেখাপড়ার কারণে মানুষের চিন্তা চেতনারও পরিবর্তন হচ্ছে। এক সময় মানুষের নাম রাখা হতো লাল মিয়া, নীল মিয়া, সবুজ মিয়া, সুরুজ মিয়া, তারা মিয়া, হক্কা মিয়া, ছক্কু মিয়া, কামলা ইত্যাদি। এখন আর এই রকম নাম রাখা হয় না। এই পরিবর্তন লেখাপড়ার কারণে।

তবে আগের মানুষ ছিল খুবই বন্ধুবৎসল। আত্মীয়-পরিজনদের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও ঈদ আনন্দে দাওয়াত দেয়ার রীতি প্রচলন ছিল। এটা গ্রামের সংস্কৃতির অঙ্গ, তখন আত্মীয়দের জন্য রাত জেগে বিভিন্ন রকম

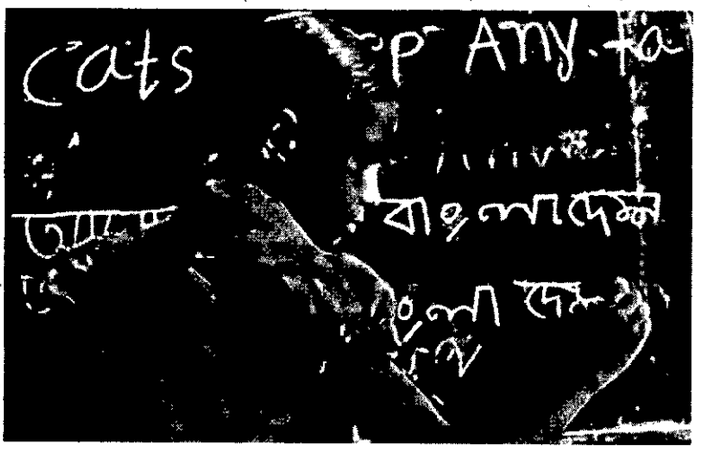

পিঠা তৈরি করত, কুলী পিঠা, পাক্কন পিঠা, ফুল পিঠা আরো কত রকমের পিঠা। বিবাহের অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য বড় অনুষ্ঠানেও পিঠার ব্যবস্থা থাকত। এখন আর তেমনটা চোখে পড়ে না। আগে গ্রামের মানুষ ছিল সহজ সরল প্রকৃতির এখনও তেমনই আছে। বাঙালি নারীরা দীর্ঘকাল থেকে শিশুদের কপালে টিপ-পড়ায়, এর বিজ্ঞান সম্মত কোন যৌক্তিকতা না থাকালেও এটা বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গ। বাঙালি এখনো গ্রামের খুঁটিনাটি বিবাদ-বিসংবাদ সালিশের মাধ্যমে সেরে নিতে চেষ্টা করে। তারা দেশকে ভালোবাসে, কোন বিষয় সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিলে সেভাবে করতে যায়। তাইতো গ্রামের মানুষের দলবেধে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ ছিল গর্ব করার মতো ঘটনা। তারা সামাজিক কাজ কর্মে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ নেয়। একে অপরের ব্যথায় ব্যথিত হয়। ভাগ বাটোয়ারায় তাদের জমি কমেছে বটে কিন্তু আন্তরিকতা কমে নাই। মনের ইচ্ছা-অভিব্যক্তি কমে নাই। তারা সুযোগ পেলে নাটক, পালাগান, সঙ্গীত চর্চায় অংশ নিতে চায়। তাই তাদের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন- নাটক, নাচ-গান, আবৃত্তিসহ অন্যান্য এবং খেলাধুলার সার্বিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা দরকার। কারণ তারা এখনো আগের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে আদি ঐতিহ্য বলে মনে করে।

একথা নিশ্চিত যে দেশকে এগিয়ে নিতে হলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি উভয়কেই প্রাধান্য দিতে হবে। গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোথায়ও অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান। কিছু ইমরতের অনেক স্থানে ওপর থেকে পানি পড়ে, ছাদের আস্তর খসে পড়ছে, দরজা-জানালা ভাঙা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া স্কুলে যাতায়াতে রাস্তার সমস্যা, পয়ঃপ্রণালী, বিদ্যুৎ ইত্যাদির বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। সরকার ইতোমধ্যে ছেলে মেয়েদের বিনামূল্যে বই প্রদান, বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। সরকারি স্কুলে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করেছেন, এতে ছাত্রছাত্রীদের মনে লেখাপড়ায় আগ্রহ বেড়েছে, তারা এখন দলবেধে স্কুলে যায়। গ্রামের সকল স্কুলে খেলার মাঠ, সীমানা দেয়াল, বিশুদ্ধ পানি ও সংস্কৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। গান শিখা, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, কবিতা আবৃতি করা, কোন অনুষ্ঠান হলে কোরআন তেলাওয়াত, গিতা পাঠ কিভাবে করতে হয় তা শিখানো জরুরি। দেশের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে হলে শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গ্রামে সংস্কৃতি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

আর দরকার গ্রামের জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা। কারণ প্রযুক্তি করেছে সভ্যতার পরিবর্তন। যেমন পালকি, ঢেকি, কুপি এমন অনেক কিছু আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নিয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি এর স্থান দখল করেছে। উন্নত প্রযুক্তির সাথে আমাদের সন্তানরা যতবেশি সম্পৃক্ত হবে ততই দেশের মঙ্গল। তাই শিক্ষার অংশ হিসেবে বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া জরুরি। দেশে বিপুল কারিগরি কর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বল্প শিক্ষিতদের হাতে কলমে কাজ শেখানো প্রয়োজন। এতে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী বোঝা না হয়ে দেশের সম্পদে পরিণত হবে। বিদেশে যেয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে। রডমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, কার্পেন্টার, ওয়েল্ডার, বিদ্যুৎ মিস্ত্রিদের দেশ-বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশের সন্তানরা এই শিক্ষার ফলে প্রচুর আয় করবে। আর মেধাবী সন্তানরা যাতে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, সংবাদিক, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ইত্যাদি হতে পারে সে জন্য তাদের প্রতি নিচের ক্লাস থেকে পড়াশুনার নজর রাখা দরকার, দরকারি বই খাতাপত্র সংগ্রহ, কোন বিষয়ে দুর্বল থাকলে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠার ব্যবস্থা দরকার। উৎসাহ দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ দরকার। এ বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবক, ম্যানেজিং কমিটি ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলের সজাগ দৃষ্টি প্রয়োজন।

এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে দেশের কৃষক শ্রেণী যদি শিক্ষিত হয়, ফসল উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপভাবে জেলে, তাঁতী, কাঠমিস্ত্রি, রডমিস্ত্রি, প্লাম্বার, প্রযুক্তিকর্মীসহ অন্যদের শিক্ষা ও দেশীয় সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করা জরুরি। এটা দেশের জন্য কল্যাণকর হবে, আর তাদের মনকে উৎফুল্ল রাখতে বিগত ধারাবাহিকতায় গ্রামে সংস্কৃতি চর্চা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র স্থাপন প্রয়োজন। কারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এতে দেশে শিক্ষিতের হার বাড়বে, প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়বে, সাংস্কৃতিক অঙ্গন সমৃদ্ধশালী হবে, বিদেশি সংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ করা সম্ভব হবে, মুক্ত চিন্তার মানুষের পদভাবে দেশ ভরে উঠবে।

[লেখক : প্রকৌশলী]
anamul_hoque 59 @ Yahoo.com